২৭/৬/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

পরীক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের ছিনিমিনি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত মঙ্গলবার। ঐদিনই দৈনিক ইনকিলাবে একটি সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সামনে পরীক্ষার এডমিট কার্ড না পাওয়া মাদ্রাসাগুলোর প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকবৃন্দ এডমিট কার্ডের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন বলে দেখা যাচ্ছে। খবরে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা শুরুর একদিন আগেও প্রায় সাড়ে ৪শ' মাদ্রাসার কয়েক হাজার আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থী এডমিট কার্ড পায়নি। এই প্রেক্ষাপটে ঐ হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোর কর্তৃপক্ষ এজন্য চরম উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তাহীনতার আশংকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। খবরে আরও জানানো হয়েছে, মাদ্রাসাগুলোর প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকবৃন্দ ২/৩ দিন যাবত ঢাকায় অবস্থান করেও বোর্ড থেকে এডমিট কার্ডের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাদের অভিযোগ ঃ বোর্ড কর্তৃপক্ষ এডমিট কার্ড দেয়ার ব্যাপারে নানা রকম টালবাহানা ও হয়রান-পেরেশান করে যাচ্ছে। তাদের গুরুতর অভিযোগ ঃ ঘুষের টাকা না দেয়ায় এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে না। বোর্ডের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ডাটাবেজ না থাকা, রেজিস্ট্রেশন না থাকা, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় টাকা জমা না দেয়া প্রভৃতি কারণে অনেকের এডমিট কার্ড দেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব অভিযোগ সত্য নয়। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, অনিয়ম থাকলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে না– এই মর্মে রেভিনিউ স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার দিলে বিশেষ ব্যবস্থায় ঐসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আমরা এখনও নিশ্চিত করে জানতে পারিনি, ঐরূপ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর দিয়ে এডমিট কার্ড সংগ্রহ করে তাদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা। মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে নতুন এই তথ্যটিও খবরে জানানো হয়েছে যে, বোর্ডের বিভিন্ন শাখার অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অনেক পরীক্ষার্থী এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি।

বিশেষ ব্যবস্থার যে কথাটি বলা হয়েছে, তা বস্তুতঃ মূল সমস্যা আড়াল করার নামান্তর। যে সব অভিযোগ বোর্ডের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, তাও যুক্তির কষ্টিপাথরে খুব একটা টিকবে না। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে যদি ফল প্রকাশ না করা হয়, তাহলে ঐ পরীক্ষা গ্রহণেরও কোনো অর্থ হয় না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম, দুর্নীতি, দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণে গত বছর পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এমন ২৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা হয়নি। শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে এরূপ ছিনিমিনি খেলার জন্য প্রকৃতপক্ষে কারা দায়ী তা উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে নিরূপিত হয়নি। এজন্য কাউকে বিচার ও শাস্তির সম্মুখীনও হতে হয়নি। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে কিন্তু তার প্রতিকার ও প্রতিবিধান হয়নি। প্রশ্ন হলো ঃ এভাবে আর কত দিন এই অপকর্মের শিকার হবে পরীক্ষার্থীরা? পরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের ঘটনা একই সঙ্গে অনভিপ্রেত ও উদ্বেগজনক।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা নিয়ে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বোর্ড রীতিমত অপকর্ম ও অনাচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো কাজে ঘুষ নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় বোর্ডের 'কীর্তি-কাহিনী' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তার পুনরুল্লেখ করতে চাইনে। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বোর্ড দিনে দিনে অতি প্রয়োজনীয় অথচ অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। অনিয়ম-দুর্নীতি-দুষ্কর্মের বল্গাহীন অশ্ব থামানোর যেন কেউ নেই। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নির্বিকার। এখানে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য দেশে এটিই একমাত্র শিক্ষা বোর্ড। সেই বোর্ডই যদি দুর্নীতি-দুষ্কর্মের এরূপ শিকার হয়, বোর্ডের শীর্ষ ব্যক্তি থেকে নিম্নতম ব্যক্তি পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত না হয়ে পারে না। আমাদের এ-ও অজানা নেই যে, দেশের একটি মহল মাদ্রাসা শিক্ষার 'অবসান' চায়। বোর্ডের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে এটাই মনে হয় যে, এর কর্তাব্যক্তিরাই যেন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী এই শিক্ষা ব্যবস্থার উৎখাতে সহায়তা করছে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবী জানাতে চাই ঃ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে এবং যাতে এই শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার ঘটে, অবশ্যই তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা স্বভাবতই আশা করতে চাই, মাদ্রাসা বোর্ডের সকল প্রকার অনিয়ম-দুর্নীতি ও অনাচার রোধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং দায়ী ও দোষী বলে সাব্যস্ত সকলের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।